যুগান্তর

তারিখ 25 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

জাতীয়করণ ও স্ট্যাটাস নিয়ে ক্ষোভ

স্কুল-কলেজ শিক্ষকদের অস্থিরতা দূর করুন

স্কুল-কলেজের জাতীয়করণ ও শিক্ষকদের স্ট্যাটাস সংক্রান্ত নানা জটিলতায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় অস্থিরতা বিরাজ করছে, যা একসময় বড় ধরনের আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। ইস্যু আসলে একাধিক। একটি হচ্ছে, আত্তীকৃত ও বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষকদের মধ্যে শুরু হয়েছে দ্বন্দ্ব। বিসিএসের মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা বলছেন, জাতীয়করণের ফলে সরকারি হয়েছে এমন শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা দেয়া যাবে না। তাদের দাবি এই শিক্ষকদের নন-ক্যাডার হিসেবে সরকারি সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং এজন্য পৃথক নীতিমালা করতে হবে। অন্যদিকে আত্তীকৃত শিক্ষকরা বলছেন, এ সংক্রান্ত অতীতের সব মামলা তাদের পক্ষে গেছে, এছাড়া সংবিধানও তাদের পক্ষে রয়েছে। তাদের কথা, বিসিএস শিক্ষকদের দাবি মানা হলে তা হবে অন্যায্য ও অসাংবিধানিক। এই দুই পক্ষ এখন মুখোমুখি বলা যায়। ওদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিটি উপজেলায় একটি স্কুল ও একটি কলেজ সরকারি করার কথা থাকলেও এবং প্রক্রিয়াটি শুরু হলেও নানা অনিয়মের জালে আটকা পড়েছে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া। অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বৈষম্য, অর্থ লেনদেন ইত্যাদি নানা অভিযোগে স্থবির হয়ে পড়েছে কাজের স্বাভাবিক গতি। বিভিন্ন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়করণ ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের পরও তালিকা থেকে গত ৪ মাসে ১৭টি কলেজের নাম পরিবর্তন করতে হয়েছে। এসব ঘটনার ধারাবাহিকতায় জাতীয়করণ থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন শিক্ষকসহ দু'জন প্রাণও হারিয়েছেন।

অর্থাৎ আমরা দেখছি, স্কুল ও কলেজ পর্যায়ে এমন কিছু জটিল বিষয় বিরাজ করছে, যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সার্বিক শৃংখলা ও শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, সরকারি কলেজ শিক্ষকদের যিনি যেভাবে নিয়োগ পেয়েছেন, তিনি সেভাবে সম্মানের সঙ্গে যেন থাকতে পারেন, সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে। তার কথাটা স্পষ্ট হয়নি, বিপরীতে কলেজের বিবদমান দুই পক্ষের দাবি স্পষ্ট। ক্যাডার ও ননক্যাডার-এর যে বিতর্ক উঠেছে, সেই বিতর্কের নিষ্পত্তি কীভাবে হবে, তা পরিষ্কার করা দরকার। দ্বিতীয়ত, স্কুল-কলেজের জাতীয়করণ প্রশ্নে যে এলোমেলো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেটারও মীমাংসা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, অথচ তা বাস্তবায়িত করা যাচ্ছে না— খুবই দুঃখজনক এ খবর। ঠিকমতো অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা গেলে এবং একইসঙ্গে দুর্নীতি-অনিয়ম রোধ করতে পারলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শিক্ষামন্ত্রীকে পুরো বিষয়টির দেখভাল করতে হবে অবশ্যই। সবচেয়ে বড় কথা, কলেজ শিক্ষকরা তাদের দাবি নিয়ে বড় ধরনের আন্দোলনে যাওয়ার আগেই তাদের ক্যাডার-ননক্যাডার বিতর্কের অবসান হওয়া উচিত।